STOP ATROCITIES ON MINORITIES

# পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

এপ্রিল ২০১৯
নবপর্যায় ৭২
মূল্য ১০ টাকা

শ্রীলংকায় গির্জায় এবং নিউজিল্যান্ডে মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে গত ২৬ এপ্রিল শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে মৌন মানববন্ধন ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির সূচনায় বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। পরিষদ বার্তা

## সন্ত্রাসবাদ বনাম মানবিক পৃথিবী

অজয় দাশগুপ্ত

শ্রীলঙ্কায় তিনটি গির্জায় হামলা হয়েছিল ২১ এপ্রিল, রোববার। একইদিন হামলা হয় তিনটি হোটেলে এবং আরও কয়েকটি স্থানে। এ হামলাকে কেউ কেউ অভিহিত করার চেষ্টা করেন ১৫ মার্চ শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলার প্রতিশোধ হিসেবে। দুটিই মানবতাবিরোধী অপরাধ, যার সঙ্গে যুক্ত ধর্মান্ধ কিছু ব্যক্তি। এ অপরাধের পেছনে যারা, তাদের মধ্যে যে কোনো ধর্মের সার কথা– শান্তি ও সহিষ্ণুতা, তার কোনো সম্পর্ক নেই। নিউজিল্যান্ডের হামলা আপাতভাবে এক ব্যক্তির কাজ। তবে এমন অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করার, প্রাণে মেরে ফেলার কু-শিক্ষা ও প্ররোচনা নিশ্চয়ই ওই অপরাধী পেয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় হামলার সঙ্গে জড়িত এক সন্ত্রাসীর বোন বলেছে, দুই বছর আগে ২০১৭ সালেই আমি জাহারানের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই। ওর বিভিন্ন বক্তৃতায় বিষ মেশানো থাকত। সাম্প্রতিককালে দেশের পতাকা, নির্বাচন ও অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছিল। অন্য ধর্মের প্রতি ছিল তার প্রবল বিদ্বেষ। শ্রীলঙ্কায় কিছুদিন আগে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া একটি ভিডিওতে অবিশ্বাসীদের মেরে ফেলার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশে কি জাহরানের মতো মনোভাবের লোক নেই? আমরা ফেসবুকে পৃষ্ঠা ২

## অশুভ বার্তা 'শীঘ্র আসছি'

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

'শীঘ্রই আসছি, ইনশাল্লাহ' এই নির্দোষ বাক্যে ভয়-শঙ্কার সংকেত ছড়ান হয়েছে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে। অনাকাঙ্খিত আগমনী বার্তাটা এসেছে ২১শে এপ্রিল ২০১৯ ৮টি আত্মঘাতী বোমা হামলায় শ্রীলঙ্কায় ২৫৩ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ৫০০ মানুষের আহত হওয়ার মেগা-সন্ত্রাসের ঘটনায়। ২ দিন পর ২৩শে এপ্রিল আই, এস, মর্মান্তিক এই ঘটনায়। ২ দিন পর ২৩শে এপ্রিল আই, এস মর্মান্তিক এই ঘটনার দায় স্বীকার করে বার্তা দিয়েছে, এরই হাত ধরে 'শীঘ্রই আসছি' হুশিয়ারী সংকেতসহ আগমন বার্তা এসেছে। নড়েচড়ে বসেছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীলঙ্কায় 'ইস্টার সানডে'-তে একাধিক গীর্জা ও হোটেলে ঘটেছে যে হৃদয় বিদারক দুনিয়া-কাঁপানো তাণ্ডব তা ছিল লঙ্কাবাসী ও বিশ্ববাসীর ভাবনার অতীত। শ্রীলঙ্কা বলতেই যে ছবি দেশ-দুনিয়ায় মানুষের এক নজরে দেখা দিত তা ছিল তিন দশকব্যাপী জাতিগত সন্ত্রাস-তামিল টাইগার নামে সংগঠনের শত শত বোমা হামলা, ২০০৯ সালে তামিল বিরোধী হিংস্র অভিযানের মধ্য দিয়ে তার আপাতঃসমাধান দেখা দেয়। কিন্তু হিংসাজাত সন্ত্রাসের বীজটি ভিন্নপথে মহীরুহ-বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে আজ। পৃষ্ঠা ৭

## শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলা আইএস-এর দায় স্বীকার

বিশেষ প্রতিনিধি

২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার বাণিজ্যিক রাজধানী কলম্বোসহ কয়েকটি শহরের তিনটি গির্জা ও তিনটি হোটেলে একযোগে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। বিস্ফোরণে ১৮৯ জন মৃত্যুবরণ করে যার মধ্যে বহু বিদেশি নাগরিক রয়েছে। বোমা হামলায় আহত হয় ৪৫৯ জনের বেশি। পরে নিহতের সংখ্যা তিনশো পেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। নিগম্বো, বাত্তিকালোয়া ও কলম্বোর গির্জাতে এবং কলম্বোতে অবস্থিত শাংরি লা, সিনামন গ্র্যান্ড ও কিংসবুরি হোটেলে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার মাধ্যমে ২০০৯ সালে শ্রীলংকার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর দেশটি সবচেয়ে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা প্রত্যক্ষ করে। হামলার পর ইসলামিক স্টেট (আইএস) দায় স্বীকার করেছে।

শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসবাদের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বেশিরভাগ হামলা ছিল লিবারেশন টাইগারস অফ তামিল ইলম (এলটিটিই) এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, সাম্যবাদী দল জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি) এর দ্বারা। এলটিটিই সিংহলি জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে সহিংসভাবে একটি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা করে এবং ২০০৯ সালে তারা পরাজিত হয়। জেভিপি ১৯৭১ এবং ১৯৮৭-৮৯ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহে জড়িত ছিল। ২০০০ এর দশকে শ্রীলঙ্কায় ১৩টি অরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছিল, যেগুলোর প্রত্যেকটিই সংঘটিত হয় এলটিটিই এর দ্বারা। এলটিটিই এর পরাজয়ের পর ২০১৯ হামলাই ২০১০ এর দশকের শ্রীলঙ্কার প্রথম বড় হামলা।

শ্রীলঙ্কার প্রধান ধর্মগুলো হচ্ছে বৌদ্ধ (৭০%), হিন্দু (১৩%), মুসলিম (১০%) এবং খ্রিস্টান (৭%), খ্রিস্টানদের মধ্যে ৮২% রোমান ক্যাথলিক। অবশিষ্ট খ্রিস্টানরা পৃষ্ঠা ৩

## সংখ্যালঘুদের জীবনে সীমাহীন দুঃখ ও বেদনার কথা বললো ঐক্য পরিষদ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

### সংখ্যালঘু সাংসদদের সম্বর্ধনা

জাতীয় সংসদে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ২১ সাংসদকে গত ৬ এপ্রিল সম্বর্ধনা জানিয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আওয়ামি লিগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে জাতীয় সংসদ ও নিজ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ঐক্য পরিষদ বলেছে, প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদক নির্মূলের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণা এদেশের নিগৃহীত, অত্যাচারিত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করেছে। এ ঘোষণা বাস্তবায়নেও সংখ্যালঘু সাংসদদের সহযোগিতা করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

বিকেলে সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় ১৩ জন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন। বাকি আটজন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির কারণে আসতে পারেননি। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজ। সভায় ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লিখিত স্বাগত পৃষ্ঠা ২

সাংসদদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের একাংশ পরিষদবার্তা

# সন্ত্রাসবাদ বনাম মানবিক পৃথিবী

প্রথম পাতার পর

গুজব রটিয়ে রামু, নাসিরনগর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, বরিশাল ও সাতক্ষীরাসহ আরও অনেক স্থানে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা হতে দেখেছি। যখন গুজব রটনা হয়েছে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাদের একটি অংশ হতবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তারা মনে করেছে, হয়ত এমনটি সংখ্যালঘুরা করেছে! দুর্বৃত্ত-সন্ত্রাসীদের অসৎ উদ্দেশ্য ধরার চেষ্টা হয়নি। ইউটিউবে এখন কেউ কেউ বিষ ছড়াচ্ছেন। কে তাদের রুখবে? এজন্য সকল ধর্মের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সক্রিয়তা চাই। বিষয়টি এখন আর উপেক্ষার পর্যায়ে নেই। আমাদের এই ভূখন্ড এবং বলা যায় গোটা উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্য, অপর ধর্মের মানুষের প্রতি রোষ-ক্রোধ-ঘৃণার মনোভাবের জন্য অতীতে চরম মূল্য দিয়েছে। আমরা ভারতে মুসলিমদের পবিত্র স্থান বাবরী মসজিদ ভাঙতে দেখেছি। এ ঘটনার জন্য বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিন্দুমাত্র দায় ছিল না। কিন্তু একদল দুষ্কৃতকারী ধর্মের দোহাই দেয়ে বাংলাদেশের অনেক মন্দির ভেঙেছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করেছে। সে সময়ের বিএনপি সরকার এ সব দুস্কৃতকারী-সন্ত্রাসীদের রোখার জন্য সক্রিয় হয়নি, বরং প্রশ্রয় দিয়েছে। সহায়তা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক অপরাধ করার জন্য।

ধর্মীয় হামলা হলে, ধর্মের নামে কেউ অপর ধর্মের প্রতিষ্ঠানে হামলা করলে এজন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও সমাজ কী ধরনের বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করতে পারে, তার চমৎকার নজির স্থাপন করেছে নিউজিল্যান্ড এবং বিশেষ করে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জেসেন্ডা আর্ডেন। ক্রাইস্টচার্চের দুটি মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের স্মরণে নিউজিল্যান্ডে ২২ মার্চ শুক্রবার দুই মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। রাষ্ট্রীয় বেতার-টেলিভিশনে পবিত্র আজান ধ্বনিত হওয়ার (যা অন্য সময় করা হতো না) সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ হিসেবে পরিচিত ওই শ্যামল-সুন্দর দেশটির সবকিছু থমকে যায়। প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন এক সপ্তাহ আগে জুমার নামাজের দিনেই সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি সম্মান জানিয়ে হিজাব পরে সমবেত মুসলমানদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, সমবেদনা জানান। এ সময় নিউজিল্যান্ডের হাজার হাজার মানুষ সেখানে তার সঙ্গে সমবেত হয়েছিলেন, যাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে লড়াই, এভাবে তিনি তাতে যুক্ত করলেন নতুন মাত্রা। ইতিমধ্যেই তিনি নিউজিল্যান্ডে বিদ্যমান অস্ত্র আইনে পরিবর্তন আনার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। পাশাপাশি সন্ত্রাসের শিকার মুসলিম জনগণের প্রতি জানিয়েছেন সহমর্মিতা।

আমরা জানি, পৃথিবীর নানা প্রান্তে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটছে। ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২৯ জনের। এদের মধ্যে বিদেশি ছিল ১৮ জন, যারা কর্মসূত্রে কিংবা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগেই ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে পুলওয়ামায় গাড়িবোমায় মৃত্যু হয়েছিল আধা-সামরিক বাহিনীর অন্তত ৪৮ জন জওয়ান। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, পাকিস্তান, ভারত, সর্বত্র সন্ত্রাসের কালো থাবা।

সন্ত্রাসের এই বিস্তারে উদ্বেগ বিশ্বের সর্বত্র। সন্ত্রাসের ধর্ম হয় না। কিন্তু সন্ত্রাসে যুক্তরা বিভিন্ন দেশে ধর্মের নাম ব্যবহার করছে। এমনকি একই ধর্মের অনুসারীদের নির্বিচার হত্যার জন্যও সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নেয় ধর্মের। তারা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ায়, এর ক্ষেত্র তৈরি করে। আবার এক স্থানের সন্ত্রাসের ঘটনা ডেকে আনে নতুন সন্ত্রাস। বপন করে বিভেদের বীজ। কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর প্রতি সমর্থন জানাতে পারে না। প্রশ্রয় দিতে পারে না। ধর্মের নামেই হোক, গাত্র-বর্ণের অজুহাতেই হোক– সন্ত্রাস মানবতার শত্রু। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার করে তুলতেই হবে। কীভাবে সেটা সম্ভব, তার অভিনব একটি নজির আমাদের সামনে হাজির করলেন নিউজিল্যান্ডের নারী প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা। ১৫ মার্চ মুসলমানদের একটি মসজিদে নামাজিদের ওপর এক উগ্র খ্রিষ্টানের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে তার বলিষ্ঠ, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক অবস্থান বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে। এখন তিনি মানবিক পৃথিবীর প্রতিনিধি, সন্ত্রাসের ভয়াবহ বিস্তারে উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসীর আছে আশার আলো। আমাদের দেশেরও চাই এমন মনোভাব।

# সংখ্যালঘুদের জীবনে সীমাহীন দুঃখ ও বেদনার কথা বললো ঐক্য পরিষদ

প্রথম পাতার পর

ভাষণে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, বাংলাদেশের জন্মের পর এই প্রথমবার একাদশ সংসদে সংখ্যালঘুরা সর্বোচ্চ সংখ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন আতাউর রহমান খান ও আবু হোসেন সরকারের ১০ সদস্যের মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘুদের ৪ জন মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৩০৯ জন সাংসদের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৭২। পরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরাই ওই পৃথক নির্বাচন প্রথাকে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করে যুক্ত নির্বাচনের দাবি তোলেন। ১৯৭০ সালে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হয়, যে নির্বাচনে ঘোষিত রায়কে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা এসেছে। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে যুক্ত নির্বাচনে ১৯৭২ সালে গঠিত প্রথম সংসদে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র দুজন। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের আমলে ৩৩০ জন সাংসদের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮, ১৯৮৮ সালে এরশাদের সময় ৪। সেই হিসেবে বর্তমান সংসদেই প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি। যদিও তা আশানুরূপ নয়। তবুও প্রধানমন্ত্রীকে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

রানা দাশগুপ্ত আরও বলেন, এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী এদেশের গর্বিত জনগণের অংশ। তবে তাদের জীবনে সীমাহীন দুঃখ আছে, বেদনা আছে, বিগত সাত দশকের অব্যাহত বঞ্চনা আছে, আছে বৈষম্য, নিগৃহণ, নিপীড়নের এক ধরনের আড়ষ্ঠতা। তাদের জীবন-জীবিকার সর্বস্তরে বিকশিত হওয়ার আকাঙ্খা আছে। তারা রাষ্ট্র ও রাজনীতির সর্বক্ষেত্রে সম-অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব চায়। তাদের এই ইচ্ছেকে জাতীয় সংসদে এগিয়ে নিতে পারেন সংখ্যালঘু সাংসদরাই। সীমাবদ্ধতা আছে দলীয় সাংসদদের, কিন্তু তার মধ্যেও কাজ করা যায়।

সাংসদরা সবাই একই সুরে বলেন, ঐক্য পরিষদ উত্থাপিত দাবির সঙ্গে তারা একমত। তবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারের দাবি এক করতে হবে। অন্যথায় সাম্প্রদায়িক শক্তিই এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ঐক্য পরিষদকে এই লক্ষে কাজ করতে হবে।

সাংসদদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, রণজিত কুমার রায়, গ্লোরিয়া ঝর্ণা. বাসন্তী চাকমা, অসীম কুমার উকিল, ড. বীরেন সিকদার, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পঞ্চানন বিশ্বাস, এ্যারোমা দত্ত, পকংজ নাথ, মৃণাল কান্তি দাশ, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ও স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য।

বর্ষীয়ান জননেতা, ঐক্যন্যাপ সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, আজ যে সংগঠন সম্বর্ধনা দিচ্ছে, সেই সম্প্রদায় ভালো নেই, সমতার অবস্থানে পৌঁছুতে পারেনি। আজো অর্পিত (শত্রু) সমস্যার সমাধান হয়নি। ঐক্য পরিষদ ও সচেতন সমাজ লক্ষ্য করছে, দেবোত্তর সম্পত্তি, মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা ও দখলের অবসান হয়নি।

১৪ দলের অন্যতম নেতা, সাম্যবাদী দলের সভাপতি দিলীপ বড়ুয়া বলেন, সাধারণ সম্পাদকের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কেউ যেন বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ষাট ও সত্তরের দশকে গ্রামবাংলার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানে যে একটা ভারসাম্য ছিল তা আজ নেই– এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে।

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, সংখ্যালঘুরা কেমন আছে, তা একটি জাতির অগ্রগতির পরিচয় বহন করে। একজন্ চাকমা, সাঁওতাল যদি বলে, তাদের ওপর হামলা হচ্ছে না, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা নেই, দেশছাড়ার ভয় নেই তাহলেই বুঝতে হবে, মানুষ ভালো আছে।

সাংসদ বাসন্তী চাকমা বলেন, নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের দাবিটি আপনারা করেননি। এটা আমার খারাপ লেগেছে।

সাংসদ ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু বলেন, স্বাধীনতার পর মুসলিম বাংলা, বঙ্গভূমির কথা বলা হয়। এর পেছনে ছিল সংখ্যালঘুদের নির্মূল করার উদ্দেশ্য। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

সাংসদ কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেন, সংখ্যালঘুদের মধ্যে আমরা আরও সংখ্যালঘু। আমাদের অবস্থা নিশ্চয়ই আপনারা বোঝেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি সমস্যার মধ্যে আছে। পাহাড়িরা আজ ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে লিপ্ত, অনেকে নিহত হচ্ছেন। কিন্তু কেন এই হানাহানি তার ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। এই সংঘাত ২৬ বছরে পড়েছে।

সাংসদ পঞ্চানন বিশ্বাস বলেন, আমাদের সম্বর্ধনার আগে, আপনাদের সম্বর্ধনা আগে হওয়া উচিত। ১৯৯৬ সালে আমি নমিনেশন পাইনি, স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছিলাম। ঐক্য পরিষদ পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি জয়ী হয়েছিলাম।

সম্বর্ধনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মুকুল বোস, সুজিত কুমার নন্দী, নির্মল রোজারিও, ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা ও মনোজ কুমার রায়, মিলন কান্তি দত্ত, অধ্যাপক অরুণ গোস্বামী, জে এল ভৌমিক, শেখর দত্ত প্রমুখ।

## চট্টগ্রাম হিন্দু ফাউন্ডেশন

সপ্তম পৃষ্ঠার পর ॥ করেন আশুতোষ সরকার, প্রয়াত পরেশ চন্দ্র দাশ ও মঞ্জুরানী দাশের নামে ১টি স্মৃতি অনুদান প্রদান করেন কালীপদ দাশ লুলু, প্রয়াত স্বর্গীয় গোপাল কৃষ্ণ চৌধুরী ও স্বর্গীয়া স্মৃতিশ্রী চৌধুরীর নামে ১টি স্মৃতি অনুদান প্রদান করেন ডা: গৌতম চৌধুরী, প্রয়াত রণজিৎ কুমার চৌধুরী ও পারুল রানী চৌধুরীর নামে স্মৃতি অনুদান প্রদান করেন অঞ্জলী চৌধুরী দাশ, প্রয়াত রণজিৎ কুমার চৌধুরী ও পারুল রানী চৌধুরীর নামে ১টি স্মৃতি অনুদান প্রদান করেন উত্তম কুমার চৌধুরী।

# রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ৬ এপ্রিল সাংসদদের সম্মানে ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। শোকপ্রস্তাবে বলা হয়, মাননীয় সাংসদদের সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করতে চাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সচিব,অনেক মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (আর এন ত্রিবেদী)-কে যিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে গত মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটিভুক্ত সংগঠন হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ (এইচআরসিবিএম)-র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমৃত্যু তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিসংগ্রামে, স্বাধীনতাত্তোরকালে প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়নে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় তার অমূল্য অবদান দেশ ও জাতি চিরকাল কৃতজ্ঞতায় স্মরণ রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা প্রয়াতের বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

## শোকসংবাদ

উত্তম কুমার পাল হিমেল, নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নবীগঞ্জ উপজেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি,উপজেলা সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সভাপতি কালী পদ ভট্টাচার্য্য(৬০) আর নেই। তিনি গত ১ লা এপ্রিল সোমবার রাত ৮.৪০ মিনিটের সময় নবীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ কোয়ার্টার -এ শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী,৩ মেয়ে,নাতি নাতনীসহ বহু অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। সদা হাস্যজ্বল কালীপদ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুতে নবীগঞ্জ বাহুবল আসনের এমপি শাহনেওয়াজ গাজী মিলাদ, হবিগঞ্জ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি জগদীশ চন্দ্র মোদক, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট স্বরাজ রঞ্জন বিশ্বাস,নবীগঞ্জ উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নারায়ন রায়,বাদল কৃষ্ণ বণিক,সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক উত্তম কুমার পাল হিমেল,নবীগঞ্জ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি এ্যাড. রাজীব কুমার দে তাপসসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

# ধর্ষণমুক্ত দেশ চাই, মা বোনদের নিরাপত্তা চাই

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

জেলা সদরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে উপস্থিত হয়ে সংহতি প্রকাশ করেন। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত, সহ-সভাপতি জে এল ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জী, যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষ শর্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক শুভাশীষ বিশ্বাস সাধন, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব দে এবং কিশোরগঞ্জ জেলা পূজা কমিটির সভাপতি এ্যাড. ভুপেন্দ্র ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক নারায়ন দত্ত প্রদীপসহ জেলা ও থানার নেতৃবৃন্দ।

**চট্টগ্রাম**

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥ দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীর সহিংসতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে চট্টগ্রামেও মানববন্ধন পালিত হয়। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, দিলীপ কুমার মজুমদার, এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, অধ্যক্ষ বিজয়লক্ষ্মী দেবী, অধ্যাপক নারায়ণ কান্তি চৌধুরী, আনোয়ারা সদর ইউপি চেয়ারম্যান অসীম কুমার দেব, সাগর মিত্র, কল্লোল সেন, বিজয় কৃষ্ণ দাশ, সুমন কান্তি দে, এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী, জহল লাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক শিপুল দে, অজিত শীল, বৃষ্টি বৈদ্য প্রমুখ। বক্তারা ক্ষোভের সাথে বলেন, আনোয়ারা উপজেলা সদরে শতাব্দী প্রাচীন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও পন্ডিত নিরঞ্জন চক্রবর্তীর বসত ভিটা ভূমিদস্যু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা জোর পূর্বক রেজিষ্ট্রি দলিল সৃষ্টি করে জবর দখলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ভূমি মন্ত্রীর নির্দেশনা সত্বেও সংশ্লিষ্ট আইন শৃংখলা বাহিনী এজাহার ভুক্ত সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হওয়ায় পন্ডিত নিরঞ্জন চক্রবর্তী পরিবার-পরিজন নিরাপত্তা হীনতার কারণে বাড়ী ভিটা ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছে। বক্তারা অবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার পূর্বক পন্ডিত নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পরিবার-পরিজনকে নিজ বসত ভিটায় ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানান। এছাড়াও সাতকানিয়া উপজেলা পুকুরিয়া বণিক পাড়ার শ্রীশ্রী রক্ষা কালী মন্দির ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানান। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বর ছাড়াও চট্টগ্রামের ১৫ উপজেলায় পূজা পরিষদের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

চট্টগ্রামে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন — পরিষদ বার্তা

**দিনাজপুর**

রতন সিং ॥ ২২ এপ্রিল সোমবার দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখা, শহর শাখা, ছাত্র ঐক্য পরিষদ, মহিলা ঐক্য পরিষদ এর যৌথ আয়োজনে ফেনীর সোনাগাছী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরত জাহান রাফি'র শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ও শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের গির্জায় এবং হোটেলে আত্মঘাতি বোমা হামলার ঘটনার প্রতিবাদে সারাদেশব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষিত কর্মসূচির আওতায় মানববন্ধন পালন করা হয়।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি স্বরূপ বকসী বাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার রায়, সহ-সভাপতি রণজিৎ কুমার সিংহ, এ্যাডঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার আহবায়ক সুনীল চক্রবর্তী, সদস্য সচিব রতন সিং, শহর শাখার আহবায়ক বিনোদ কুমার সরকার, সদস্য সচিব রাজু কুমার দাস বলেন, নুসরত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানি ও অগ্নি সংযোগের সাথে জড়িত ব্যাক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে আগামিতে আরো নুসরতকে প্রাণ দিতে হবে। এছাড়া গত ২১ এপ্রিল শ্রীলঙ্কায় আত্মঘাতি বোমা হামলার ঘটনায় তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। যারা এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। সেই সাথে গাইবান্ধা জেলায় রবি দাস সম্প্রদায়ের জমি দখল ও হামলা, ভাঙচুর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

দিনাজপুরে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন — পরিষদ বার্তা

## ঐক্য পরিষদের স্থায়ী কার্যালয়

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

**বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সভা গত ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় সংগঠনের সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।**

**সভায় পল্টন টাওয়ারের তৃতীয় তলায় সংগঠনের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপনে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার দায়িত্ব মনীন্দ্র কুমার নাথের উপর অর্পিত হয়।**

**সভায় আগামি ১০ মে সংগঠনের নতুন কার্যালয় বা অন্য যে কোন সুবিধাজনক স্থানে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২০ মে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বর্তমান সংগঠন কার্যালয়ে আয়োজিত হবে।**

**সভায় আগামি ১৩ জুন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিকেল ৪ টায় সংগঠনের পল্টন টাওয়ারস্থ স্থায়ী কার্যালয় উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।**

## ঐক্য পরিষদ অফিসে ড. বেনকিন

॥ বার্তা পরিবেশক ॥

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী, দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষজ্ঞ ড. রিচার্ড এল বেনকিন এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় এসেছিলেন। সফরের এক পর্যায়ে তিনি ৪ এপ্রিল বিকেলে ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে এসে নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেন। এ সময়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য কাজল দেবনাথ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম কুমার চক্রবর্তী, প্রিয়া সাহা প্রমুখ।

## 'ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনে নজিরবিহীন রেকর্ড হতে চলেছে দেশে'

অষ্টম পাতার পর

মিলন কান্তি দত্তের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, জয়ন্ত সেন দীপু, বাসুদেব ধর, ডি.এন. চ্যাটার্জী, শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার, জয়ন্ত কুমার দেব, অ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল রোজারিও, ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, বাবুল দেবনাথ, অ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, পূরবী মজুমদার, রমেন মণ্ডল, এস কে দাস, বিপ্লব দে, কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টু, অসীম রায় শিশির, জয়ন্তী রায়, পদ্মাবতী দেবী, ড. ছায়া ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, দিপালী চক্রবর্তী, মাধুরী চক্রবর্তী, উর্মি ঢালী প্রমুখ।

## শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর ॥ সিংহলের এংলিকান চার্চ এবং অন্যান্য প্রোটেস্ট্যান্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত।

২০১০ এর দশকে কম সংখ্যক কিন্তু অবিরতভাবে খ্রিস্টীয় ধর্মসভা ও আলাদাভাবে খ্রিস্টান ব্যক্তিদেরকে এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপর হামলা করা হয় ও হুমকি দেয়া হয়। কলম্বোর এংলিকান বিশপ ধিলোরাজ ক্যানাগাসাবে ধর্মকে সুরক্ষিত রাখার সাংবিধানিক অধিকার দাবি করেছেন। ২০১৮ সালে, ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ইভাঞ্জেলিকাল এলায়েন্স অফ শ্রীলঙ্কা (এনসিইএএসএল) এর পক্ষ থেকে সেই বছরে দেশের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হামলার সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির কথা বলা হয়। ইস্টার সানডে হচ্ছে খ্রিস্টানদের পবিত্রতম দিনগুলোর একটি এবং সেই দিন শ্রীলঙ্কায় চার্চে গমনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এবং এএফপি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, একজন পুলিশ প্রধান হামলার ১০ দিন পূর্বে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদেরকে প্রধান গির্জাগুলোর উপর ন্যাশনাল তৌহিদ জামাত নামে একটি মৌলবাদী ইসলামবাদী সংগঠন থেকে আসা হুমকির ব্যাপারে সতর্ক করেন। এই সম্পর্কে কোন তথ্য দেশটির উর্ধ্বতন রাজনীতিবিদদের কাছে প্রেরণ করা হয়নি, তবে মন্ত্রী হারিন ফার্নান্দো পরবর্তিতে ন্যাশনাল তৌহিদ জামাত এর নেতা মোহাম্মদ জাহরান এর দ্বারা পরিকল্পিত একটি জঙ্গি হামলার ব্যাপারে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসা একটি অভ্যন্তরীণ মেমো এবং প্রতিবেদনের কিছু ছবি টুইট করেন।

[The Assam Tribune পত্রিকায় গত ১০ এপ্রিল প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো]

# Hindus in Bangladesh against Citizenship Bill

Sanjoy Ray

DHAKA, April 9 - With the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) continuing to put its weight behind the controversial Citizenship (Amendment) Bill, minority pressure groups in Bangladesh has denounced the attempt stating that, if introduced, the CAB would only escalate persecution on religious minorities, especially Hindus, living in Bangladesh.

Representatives of various minority pressure groups, religious organizations and people from various walks of life including the Bangladeshi chapter of the Vishwa Hindu Parishad (VHP) are of the opinion that although minorities are subjected to violence from time to time in Bangladesh, the solution however does not lie in CAB.

Rana Dasgupta, general secretary of Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, one of the leading minority pressure groups in Bangladesh, said that the Citizenship (Amendment) Bill cannot be a solution to stop persecution or safeguard the interest of the minorities living in Bangladesh.

'And if the CAB comes into effect, the communal forces would jump on the minority population in Bangladesh, and the fall out could be as grave as minority cleansing,' he opined.

'We hail the stand of the opposition as the CAB is a discriminatory law, which would make things worse for minorities living in Bangladesh,' Dasgupta said.

However, Rana Dasgupta , while referring to a comparative study of the two population pattern reports published in 1971 and the more recent report of the Bangladesh Population Statistical Bureau in 2011, conceded that the percentage of minority population has come down from nearly 20 per cent in 1971 to just 9.6 per cent in 2011, indicating that a huge chunk of population had fled Bangladesh to Indian States like Assam, and West Bengal among others during the period, following torture or in search of better economic prospects.

Of these 9.6 per cent, 8.6 were the Hindus, rest were Buddhist and Christians.

'The situation now is a bit different. As far as existing scenario vis-à-vis persecution of minorities is concerned, the State-sponsored persecution has come down. The worrying factor, however, is that the minority population is still facing the heat from the communal forces who are still resorting to violence and trying to flare up the issue to yield political mileage. The CAB would only aggravate the situation,' Das Gupta said.

'Both the Indian and the Bangladesh Government should come out with an amicable solution through dialogues. Safety of the minorities within Bangladesh has to top the agenda of discussion, 'Dasgupta added.

A Hindu leader based in Cox's Bazar district, requesting anonymity, confide that the CAB is divisive in nature and once it comes into effect, it would only make life difficult for the minorities.

Deben Bhaskar, general secretary of the Bangladesh Puja Udjapon Parishad (Jessore district), which has its presence across the country, told this reporter that the question of a Hindu Bangladeshi does not arise at all and they oppose such move.

'There could be some sporadic incidents of violence against minorities in Bangladesh and that happens everywhere including India. We want the state machinery to arrest the trend and fleeing the country is not an answer. Those who had fled the country are opportunist and even now many of them are coming back,' Bhaskar said.

Hashi Das, a Hindu woman of Faridpur district, while sharing her views said that some of her relatives had gone to India around 25 years back to look for better job opportunities and that they have not faced any ill-treatment or persecution in their village or district.

Saptasi Das, a Dhaka-based banker, while reacting to the controversy surrounding the CAB, said that no matter what, no Hindu Bangladeshi would want to migrate to India.

'Yes, there are moments when things get tensed for the minorities, especially Hindus. Going to India would mean living like a second class citizen and that is not at all acceptable,' she reckoned.

## সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ২১ জন সংসদ সদস্যের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদকের স্বাগত বক্তব্য

পঞ্চম পৃষ্টার পর

জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারো সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। আরো অভিবাদন জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এজন্যে যে, তাঁর দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক নির্মুলের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির প্রতি সরকারের উচ্চ অবস্থান থাকার ঘোষণা আছে। এ ঘোষণা এ দেশের নিগৃহীত, নিপীড়িত ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অনেক বেশী আশ্বস্ত করেছে তাদের জীবন -জীবিকা-সম্পদ ও সম্ভ্রম নিয়ে। ইশতেহারের অংগীকারসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নে, মাননীয় সাংসদবৃন্দ, আমরা আশা করছি পার্লামেন্টে এবং নিজ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে এ ব্যাপারে আপনারা সোচ্চার ভূমিকা পালন করবেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক সহযোগিতা করবেন। পার্লামেন্টের বাইরে জনগণের মধ্য থেকে এ ব্যাপারে আমাদের সোচ্চার ভূমিকা অতীতের মতো-ই অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস সম্প্রসারিত করে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ককাস গঠিত হয়েছে। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাসকে অধিকতর ক্রিয়াশীল ও প্রাণবন্ত করার মধ্য দিয়ে আমরা-আপনারা সবাই মিলে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় সক্ষম হবো বলে মনে করি। একই সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, ইন্দোনেশিয়াসহ অন্যান্য দেশের অনুরূপ বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের অপরিহার্যতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যদি আমরা সবাই মিলে বুঝাতে পারি তবে আমাদের বিশ্বাস- আজ হোক, কাল হোক তিনি এ মন্ত্রণালয় গঠনেও উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। অবশ্যি সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি এবং পার্লামেন্টের বাইরে থাকা জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)ও তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় জাতীয় ঐকমত্য গড়ে উঠেছে যাতে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি।

মান্যবর সম্বর্ধেয় সাংসদবৃন্দ, বিজ্ঞ সুধীজন

এক বিশেষ জনগুরুত্বসম্পূন্ন বিষয় নিয়ে আজকের এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর তা হলো বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরুর পূর্বে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ প্রসংগে। প্রথম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এবং এ সংসদে মোট ৮টি অধিবেশন হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে শুধু প্রথম দিনে পবিত্র কোরাণ, গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়। এরপর তৃতীয় অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত শুধু প্রথম দিনে পবিত্র কোরাণ ও গীতা পাঠ করা হয়। এ ছাড়া অধিবেশনের অন্য কোন কার্যদিবসের শুরুতে কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয় নি।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২। এর প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন ২ এপ্রিল ১৯৭৯-তে শুধুমাত্র পবিত্র কোরাণ থেকে তেলাওয়াত করা হয়। প্রথম জাতীয় সংসদের রেওয়াজ অনুযায়ী অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ৪ এপ্রিল ১৯৭৯ পবিত্র কোরাণ থেকে তেলাওয়াত করা হয় নি। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে ঐদিনই সেদিনকার সংসদ সদস্য এ এস এম সোলায়মান (ঢাকা-৩০), যিনি ৭১-এ পাক হানাদার বাহিনীর দোসর ছিলেন, পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে কয়েকজন সাংসদের আলোচনার পর ঐদিনই মাননীয় স্পীকার এক রুলিং দেন এবং সে রুলিং অনুযায়ী অদ্যাবধি প্রত্যেক অধিবেশনের প্রতিটি কার্যদিবস শুরুর আগে পবিত্র কোরাণ থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হয়। এ ছাড়া মুসলিম সাংসদদের কেউ মারা গেলে পার্লামেন্টে সবাই মিলে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের পর মোনাজাতেরও ব্যবস্থা করা হয়।

জাতির জনকের পদাংক অনুসরণ করে সংসদ অধিবেশনের শুরুতে এবং প্রতিটি কার্যদিবসে সকল ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠের ব্যবস্থার জন্যে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণে আপনারা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবেন-এটি আমাদের প্রত্যাশা। একই সাথে শোক জ্ঞাপনের সময়েও নীরবতা অবলম্বনের পাশাপাশি স্ব স্ব ধমীয় রীতি অনুযায়ী প্রার্থনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্যেও আপনারা মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

## আনোয়ারায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ঢেউটিন প্রদান

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

আনোয়ারা উপজেলার খিলপাড়া গ্রামে সম্প্রতি অগ্নিকান্ডে ভস্মিভূত ৩ পরিবারের সদস্যদের ১ বান করে ঢেউটিন কেনার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের মৈত্রী ভবন কার্যালয়ে কার্যকরী সংসদের সভায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে এই অনুদান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যকরী সংসদের সভায় সদস্যগণ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি আবেদন জানান।

# গত ৬ এপ্রিল সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ২১ জন সংসদ সদস্যের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের স্বাগত বক্তব্য

গত ৬ এপ্রিল সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ২১ জন সংসদ সদস্যের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের স্বাগত বক্তব্যঃ

সম্মানিত সভাপতি, মান্যবর সম্বর্ধেয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত সুধীজন ভাই ও বোনেরা,

আজকের এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবার সদয় উপস্থিতির জন্যে আন্তরিক স্বাগত জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সম্বর্ধেয় বিজ্ঞ সাংসদদের, যাঁরা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁদেরই সম্মানে আয়োজিত এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে বিকশিত করার লক্ষে আজকের এই ব্যতিক্রমী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান এক অনন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিজ্ঞ সম্বর্ধেয় সাংসদবৃন্দ, আপনারা আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মান্যবর সংসদ সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত বন্ধুগণ

আমরা জানি, পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ৩০৯ জন বিজ্ঞ সাংসদের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৭২। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের তৎকালীন আতাউর রহমান খান ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভায় ১০ জন কেবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মন্ত্রী ছিলেন ৪ জন। আর স্বাধীন বাংলাদেশে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে, বিশেষ করে ৭৫-পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে ৩৩০ জন সাংসদের মধ্যে তা নেমে আসে ৮-এ, আর ১৯৮৮-র নির্বাচনে তা আরো নেমে এসে দাঁড়ায় ৪-এ। এমনি এক সময়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্তের নেতৃত্বে গঠিত মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলে পার্লামেন্টসহ সকল জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে যথাযথ অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব আজো নিশ্চিত না হলেও, এ কথা ঠিক, স্বাধীনতাত্তোর কালের সুদীর্ঘ ৪৭ বছরে এবারই সর্বপ্রথম সংখ্যালঘু-আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত সর্বোচ্চ ২১ জন সাংসদ ধর্মবর্ণলিংগনির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পেয়েছেন। এ সুযোগ দানের জন্যে আজকের এই মহতী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে আমরা সরকারি দলের প্রধান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই। তাঁর প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় আমরা স্মরণ করছি। এ সুযোগে তাঁর কাছে আমরা সবিনয়ে তুলে ধরতে চাই, নারী সম্প্রদায়ের মতো এ দেশের আদিবাসী-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিগত ১৯৪৭ সালের পর একটানা দীর্ঘ ৭ দশকেরও ঊর্ধকাল অব্যাহত বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়ে disadvantaged জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তা-ই সংখ্যালঘুদের যথাযথ ক্ষমতায়ন ও অংশীদারিত্বের জন্যে নারীদের মতো-ই সংসদে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন। সংখ্যালঘু-আদিবাসী আপামর জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে ৬০ টি আসন সংরক্ষণের দাবী ইতোমধ্যে তোলা হয়েছে। তবে তা কোনভাবেই পৃথক নির্বাচন বা মনোনয়নের ভিত্তিতে নয়, যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে। এতে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার ধারা অধিকতর বিকশিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দাবীর যৌক্তিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় এনে ভবিষ্যতে তা পূরণে এগিয়ে আসবেন-এ প্রত্যাশা আমরা করছি। সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি আমাদের এ দাবীকে বিবেচনায় এনে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদে ৩০ টি আসন সংখ্যালঘুদের জন্যে সংরক্ষণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আজকের এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দৃশ্যমান ভূমিকা পালনের জন্যেও সংসদের বিরোধী দলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

মান্যবর সাংসদবৃন্দ,

আমরা জানি, আপনারা পার্লামেন্টে সংখ্যালঘু-আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন, নিঃসন্দেহে ধর্মবর্ণলিংগনির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধি। তা হলে প্রশ্ন উঠে, কেন সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২১ জন মাননীয় সাংসদকে সামনে রেখে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন। আমরা, এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীও এ দেশের গর্বিত জনগণের-ই অংশ। তবে তাদের জীবনে সীমাহীন দুঃখ আছে, বেদনা আছে, বিগত ৭ দশকের অব্যাহত বঞ্চনা, বৈষম্য, নিগৃহণ, নিপীড়নে এক ধরণের আড়ষ্টতা আছে, জীবন ও জীবিকার বিকাশের আকাংখা আছে, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সর্বক্ষেত্রে সম-অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্বের ইচ্ছে আছে। তাদের এ সব ইচ্ছা ও আকুতির প্রতিফলন পার্লামেন্টে করতে পারেন আপনারাই। তা-ই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে এসব আর্তি আমরা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি আপনাদের কাছে গণতন্ত্রের স্বার্থে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার-ই স্বার্থে।

মান্যবর সম্বর্ধেয় অতিথিবৃন্দ,

পার্লামেন্টে আমাদের পূর্বসুরীদের গৌরবোজ্বল ইতিহাস রয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের কয়েক মাসের মধ্যে সেদিনকার চরমতম রাষ্ট্রীয়- রাজনৈতিক- সামাজিক প্রতিকুলতার মধ্যেও তা উপেক্ষা করে ১৯৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদের বিরোধী দল জাতীয় কংগ্রেসের সাংসদ প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তীর পাকিস্তানের দু-তৃতীয়াংশ জনগণের বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় গণপরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের দাবী উত্থাপন, এর পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা জাতীয় কংগ্রেসের ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর প্রতি সরকারী দল মুসলিম লীগের তীব্র সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক আক্রমণের মুখেও অন্যতম কংগ্রেস নেতা প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জোরালো সমর্থন, ১ মার্চ প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক তৎকালীন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন নিঃসন্দেহে ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম হরতাল এবং তৎপরবর্তী ছাত্র বিক্ষোভের বিষয়ে ১৫ মার্চ পূর্ববাংলার ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনকে লক্ষ করে বলেছিলেন- স্যার এসেম্বলির বাইরে খুব গোলমাল চলছে, ছেলেদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে কি না জানতে চাই। ড. প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ধর এ ব্যাপারে তাঁকে সোচ্চার সমর্থন জানান। ১৯৫১ সালের ২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার লবণ সংকট পরিস্থিতি নিয়ে সাংসদ বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী, প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ীর ভাষণে প্রদেশের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপতা তুলে ধরা, ১৯৫২ সালের ১০ এপ্রিল পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা স্মরণযোগ্য। ১৯৫৩ সালের ৭ থেকে ২৩ অক্টোবর পাকিস্তান গণপরিষদে অনুষ্ঠিত সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত মূলনীতি কমিটির চুড়ান্ত রিপোর্টের উপর বিতর্কে অংশ নিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পাশাপাশি পৃথক নির্বাচনী প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো মত ব্যক্ত করেন। একই দাবিতে সোচ্চার ছিলেন আশুতোষ সিংহ পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল। ১৯৪৯ সালের ৭ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অবজেকটিভ রেজুলিউশন সংক্রান্ত বিতর্কে সাংসদ প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের পবিত্র আমানত হিসেবে সংবিধানে উল্লেখের বিরোধীতায় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। ১৯৫৬ সালের ১২ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচন প্রথা সম্পর্কিত বিতর্কে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বসন্ত কুমার দাশের জোরালো বক্তব্য উত্থাপন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদে ১৯৭২ সালের গণপরিষদের অধিবেশনে সংবিধানের খসড়ার উপর বিতর্কে তৎকালীন বিরোধী দলের একমাত্র নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের প্রাণবন্ত আলোচনা, ১৯৭৩ সালের পার্লামেন্টে আদিবাসী নেতা শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতিদানের জোরালো দাবী উত্থাপন, সাংসদ সুধাংশু শেখর হালদারের শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন বাতিলে বেসরকারী বিল উত্থাপন আজো আমরা শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। এ প্রসংগে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের এসব যশস্বী পার্লামেন্টেরিয়ানেরা যেভাবে পাকিস্তান আমলে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অম্লান ভূমিকা পালন করেছেন তেমনি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং গণতন্ত্রের ধারায় দেশকে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের সার্বিক স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা যুগপৎভাবে তাদের ভূমিকা পালন করেছেন। আজকের এ মহতী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংসদবৃন্দ, সংসদের বিজ্ঞ সদস্য হিসেবে আপনারা এর গর্বিত উত্তরাধিকার।

মান্যবর সাংসদবৃন্দ,

আমাদের অনেকেই জানেন, যে সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন সে সংগঠনের জন্ম ও বিকাশে তিনজন বিজ্ঞ সাংসদ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁরা হলেন- সুধাংশু শেখর হালদার, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও প্রমোদ মানকিন। এরা তাঁদের জীবিতকালে পার্লামেন্টের ভেতরে-বাইরে এমনকি মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ আসনে থেকে জাতীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় পার্লামেন্টে, নিজ রাজনৈতিক দলের ভেতরে ও বাইরে সতত সোচ্চার ছিলেন। ভারত বিভাজনের সুদীর্ঘ ৬৮ বছর পর ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবীতে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মহাসমাবেশ আয়োজনে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৭-দফা দাবীনামা প্রণয়নে ও উত্থাপনে প্রয়াত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন নেপথ্য কারিগর। ১৯৮৮ সালের ২০ মে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গঠনকালে সেদিনকার ছাত্রনেতাদের মধ্যে আজকের তরুণ সাংসদ পংকজ নাথ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা-ও আমরা ভুলি নি। উপস্থিত বিজ্ঞ সাংসদদের অনেকে আমাদের এ সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে আজো ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট রয়েছেন। আমরা আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

মাননীয় সম্বর্ধেয় অতিথিবৃন্দ, সমবেত সুধীজন

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের গত তিন দশকের ধারাবাহিক নিয়মতান্ত্রিক মানবাধিকারের আন্দোলন বৃথা যায় নি। বিগত এক দশকে ধর্মীয় বঞ্চনা-বৈষম্যের অবসানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে বলেই প্রতিরক্ষা বিভাগ ছাড়া সাংবিধানিক পদসহ প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বস্তরে, পররাষ্ট্র, পুলিশ বাহিনীসহ সরকারী চাকুরীর সকল স্তরে নিয়োগ-পদোন্নতিতে বেশ খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, জাতীয় সংসদসহ ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ৰমতায়ন তুলনামূলকভাবে বেড়েছে, সংবিধানে, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রীয় অন্যতম মৌলনীতি হিসেবে ফিরে এলেও সংবিধান আজো ধর্মীয় বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে নি। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১-এ যথাযথ ইতিবাচক সংশোধনী এলেও তার কার্যকর বাস্তবায়ন আমলাচক্রের বেড়াজালে আটকে রয়েছে।

মান্যবর বিজ্ঞ সাংসদবৃন্দ, সমবেত সুধীজন

গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮-তে ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত আদিবাসী-সংখ্যালঘু মহাসমাবেশ থেকে যে ৫ দফা দাবীনামা আমরা নির্বাচন কমিশন, সরকার, সকল রাজনৈতিক দলের কাছে উত্থাপন করেছিলাম, বলতে দ্বিধা নেই, তা সবাই যথাযথভাবে বিবেচনায় এনেছিলেন। নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত করা হয়েছে। নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে এবারে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায় নি। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ না হলেও তবে সব দল ও জোট আগের তুলনায় বেশী সংখ্যক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশী যার প্রতিফলন এবারকার পার্লামেন্টে প্রতিফলিত হয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী অন্তত এক ডজন প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হয় নি।

আমাদের উত্থাপিত দাবীসমূহের মধ্যে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ছাড়া বাদবাকী দাবীগুলো অথাৎ জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের দাবীকে মেনে নিয়ে সরকারী দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে তার প্রতিফলন ঘটানোর অঙ্গীকার করেছে। এহেন অঙ্গীকারের জন্যে সরকারী দলনেতা ৪ পৃষ্ঠা

# চট্টগ্রামে শতবর্ষী শিক্ষকের বাড়িভিটা দখল ভারতে চলে যাওয়ার নির্দেশ

॥ চট্টগ্রাম প্রতিধি ॥

জীবন সায়াহ্নে এসে প্রাণে বাঁচতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসতভিটে ছাড়তে হয়েছে শতবর্ষী বৃদ্ধ পন্ডিত নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুবলিগের নেতা কামরুল ইসলাম হেলাল ও তার সহযোগীরা বৃদ্ধ অসুস্থ সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষকের জায়গা-জমি দখল করে, বাড়িতে ঢুকে ছেলেমেয়েদের জিম্মি করে ক্রয় দলিলে সই করতে বাধ্য করে। সই না করলে সবাইকে হত্যা করার হুমকি দেয়। ওরা উপজেলা ভূমি অফিসের সাব রেজিস্ট্রার অফিসের এক কর্মকর্তাকেও নিরঞ্জনবাবুর বাড়িতে নিয়ে যায়। সাক্ষীও দাঁড় করায়। নিরঞ্জনবাবু ও তার পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেয় যুবলীগ নেতা, 'বাংলাদেশ তোদের দেশ নয়, তোদের দেশ ভারত। ভারতে চলে যা।' এই ঘটনা ঘটে গত ১০ এপ্রিল। দলিলে সই নেয়ার পর বাড়ির সামনে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, এই বাড়ি ভিটার মালিক কামরুল ইসলাম হেলাল, আনোয়ার, মানিক, আবদুর রহিম ও মহিদুল্লাহ। বাড়িসংলগ্ন কালী মন্দিরও দখল করা হয়।

এর কয়েকদিন পরই নিরঞ্জনবাবু সপরিবারে এক রাতে বাড়ি-ভিটা ত্যাগ করে চলে যান। নিরঞ্জন চক্রবর্তী আনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় এবং তৈলারদ্বীপ বারখাইন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁর ছেলে প্রণব চক্রবর্তীও তৈলারদ্বীপ বারখাইন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রণব চক্রবর্তীর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার পুরো বিবরণ দেন। তিনি জানান, অসুস্থ বাবাকে নিয়ে তারা আপাতত চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করছেন। পৈতৃক বাড়ি-ভিটা ও জায়গাজমি যদি উদ্ধার করা না যায় ভারতে চলে যাওয়া ছাড়া তাদের বিকল্প থাকবে না। আমার বাবা শিক্ষকতা করেছেন সারাজীবন, জীবন সায়াহ্নে এসে অপমানিত হতে হলো। প্রণববাবু আরও জানান, এভাবে বাড়ি-ভিটা ত্যাগ করতে হওয়ায় অপমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে।

এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, জয়কালী হাট সরস্বতী সড়কে অবস্থিত নিরঞ্জনবাবুর বাড়ি তালাবদ্ধ। কালী বাড়িতে পুজো বন্ধ হয়ে গেছে। এই এলাকায় আরও ১২টি হিন্দু পরিবার রয়েছে। তারা খুব আতঙ্কে রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন বললেন, নিরঞ্জনবাবুর মতো মানুষকে বাড়িভিটা হারাতে হলো। আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। নিরঞ্জনবাবুর ছেলে প্রণববাবুকে এর আগে হেলাল শহরে জোর করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল। এসব ঘটনায় ডবলমুড়িং থানায় জিডি করা হয়েছে। কিন্তু হেলাল ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

# সেতু মণ্ডলের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ

সেতু মণ্ডলের শোকার্ত মা

॥ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গত ২৪ এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার গোয়ালখালি গ্রামের স্কুল ছাত্রী সেতু মণ্ডলের বাড়ি যান ও পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। এ সময় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, দিপালী চক্রবর্তী, শ্যামল মুখার্জী, গীতা বিশ্বাস, ইতি সরকার লাকী সহ জেলার ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ, সরকার ও প্রশাসনের কাছে স্কুল ছাত্রী সেতু মণ্ডলের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান। সেতু মন্ডলকে ধর্ষণের পর সে আত্মহত্যা করে।

## বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে চুরি, প্রতিমা ভাঙচুর

গত ২২ এপ্রিল রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার খেওড়া শ্রীশ্রী মা আনন্দমমী আশ্রম ও মন্দিরের তালা ভেঙ্গে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা চুরি করে দুর্বৃত্তরা। গত ২৩ এপ্রিল ভোরে শেরপুর জেরঅর নালিতা বাড়ি উপজেলার গোপালজি মন্দিরের তালা ভেঙ্গে স্বর্ণালংকার চুরি করে দুর্বৃত্তরা এবং চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত বণিকপাড়ার শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরী কালী মন্দিরে গত ১২ এপ্রিল রাত অনুমান ২ ঘটিকা থেকে ৪ ঘটিকার মধ্যে কতিপয় দূস্কৃতিকারী মন্দিরের তালা ভেঙ্গে অর্থ ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়, প্রতিমা ভেঙে ফেলে। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এ ঘটনাসমূহের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দূস্কৃতিকারী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

## পুকুরিয়া-তুলাতলি রক্ষাকালী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

গত ১২ এপ্রিল রাতে সাতকানিয়া বাঁশখালীর পুকুরিয়া-তুলাতলির শ্রী শ্রী দক্ষিণা কালী মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর, স্বর্ণালংকার, দান বাক্স ও বিভিন্ন জিনিসপত্র লুটপাটের পর সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কোন আসামী এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি। তাই অবিলম্বে ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার পূর্বক শাস্তির আওতায় না আনলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সাতকানিয়া উপজেলা কমিটির সভায়। গত ১৯ এপ্রিল বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সাতকানিয়া উপজেলা কর্তৃক পুকুরিয়া-তুলাতলি দক্ষিণা কালী মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি ডাঃ অধরলাল চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী। যুগ্ম সম্পাদক শেখর দত্তের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলা সাধারণ সম্পাদক রাজীব দাশ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন এ্যাড. রবীন ঘোষ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর মিত্র, উপজেলা পূজা পরিষদ সাধারণ সম্পাদক কাঞ্চন আচার্য্য, চেয়ারম্যান রেজাউল করিম, রতিলাল দাশ রাহুল, চৌধুরী গিয়াস উদ্দিন খান মিন্টু, নীলরতন দাশগুপ্ত, মঙ্গল পান্ডে, প্রবীর ধর, মুক্তিযোদ্ধা শশাঙ্ক বিমল চৌধুরী, রিপন দাশগুপ্ত, কানু মজুমদার, সুবল দে, রুবেল দাশ, রুমেল কান্তি দাশ সহ প্রমুখ।

# অপহরণের পর ধর্মান্তরিত করা হয়েছে প্রতিমাকে

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার হাটকলমজা বাজারে মতিলাল রবিদাশের মেয়ে প্রতিমা রাণীকে অপহরণ করেছে মোহাম্মদ লিজু মিয়া। পুলিশকে জানালেও আজ পর্যন্ত প্রতিমাকে উদ্ধার করা যায়নি। প্রতিমার বয়স ১৫ বছর, শাকাহাতি ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

বগুড়া থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, প্রতিমা স্কুলে যাওয়া-আসার পথে একই এলাকার মোহাম্মদ লিজু মিয়া প্রায়ই তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিত। প্রতিমা তাতে সাড়া দেয়নি। কয়েকদিন আগে প্রতিমা লিজুকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে দেয় এবং বাড়িতে ফিরে সব খুলে বলে। প্রতিমার বাবা মতিলাল রবিদাশ বিষয়টি লিজুর বাবাকে জানায়। এতে লিজু আরও রেগে যায়। গত ২২ এপ্রিল আনুমানিক রাত ন'টার দিকে মতিলাল কাজ সেরে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ত্রী শ্যামলী স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যায়, বাড়িতে ছিল প্রতিমা ও তার ছোট বোন। মতিলাল ও শ্যামলী বাড়ি ফিরে দেখে ছোট মেয়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। বাবা-মাকে দেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। জানায়, লিজু মিয়া কয়েকজন সঙ্গীসহ এসে দিদিকে তুলে নিয়ে গেছে। একথা শুনে মতিলাল অসুস্থ শরীরে লিজুর বাবার কাছে ছুটে যায় এবং মেয়েকে ফেরত চান। কিন্তু লিজুর বাবা গালিগালাজ করে মতিলালকে তাড়িয়ে দেন। পরে কয়েকটি সংখ্যালঘু সংগঠনের সহায়তায় ২৬ তারিখে থানায় অপহরণ মামলা করা হয়। কিন্তু পুলিশ আজ পর্যন্ত লিজু মিয়াকে গ্রেফতার ও প্রতিমাকে উদ্ধার করতে পারেনি। হিন্দু সংগঠনগুলো বলেছে, তারা জানতে পেরেছেন প্রতিমাকে জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে লিজু মিয়া বিয়ে করেছে। হিন্দু নেতাদের অভিযোগ, পুলিশ বিষয়টিকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়ার কথা তা করছে না।

# নারায়ণগঞ্জে মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙচুর

॥ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মন্দিরে ঢুকে রাধা কৃষ্ণের মূর্তিসহ চারটি মূর্তি ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ২৬ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার উচিতপুরা ইউনিয়নের উচিতপুরা গ্রামের প্রদীপ মিত্রের বাড়ির পারিবারিক মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক লোকনাথ বর্মণ জানান, শুক্রবার বিকেলে প্রদীপবাবুর স্ত্রী হ্যাপি রানী মিত্র পূজার্চনা শেষে মন্দির তালাবদ্ধ করে চলে যান। সন্ধ্যায় আরতির জন্য মন্দিরের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন রাধা, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ মূর্তির মাথা, হাত পেটের বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা। ঘরের মূর্তির পাশ দিয়ে মাটি খোঁড়া। জানালা খোলা। তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, ঘরের মাটি খুঁড়ে ভেতরে ঢুকে মূর্তি ভাংচুর করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে তদন্ত করতে। প্রদীপ মিত্র জানান, মন্দিরটি তার বাড়ির সীমানার উত্তরপাশে একটু নির্জনস্থানে হওয়ায় পূজার্চনার কাজ ছাড়া লোকজন সেখানে কমই আসা যাওয়া করে থাকে।

# অশুভ বার্তা 'শীঘ্র আসছি'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২৩শে এপ্রিল এ ঘটনাটিকে আইএসের ইসলামি যোদ্ধাদের কাজ বলে প্রচার করেছে। ইংরেজী, আরবী, জার্মান, স্প্যানিস, ইতালীয়, রুশ ভাষার সাথে বাংলা ও তামিল ভাষায় এ প্রচারণা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে "দ্য আটলান্টিক" জানিয়েছে দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার তামিল ভাষী মুসলমানদের মধ্যে আই, এস,এ-র অনেক কর্মী সমর্থক আছে। নয়াদিল্লীর অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন নামে সংস্থাটির মতে প্রায় ১৮০ জন ভারতীয় মুসলমান আইএসে যোগ দিয়েছে। তাদের বড় অংশ দক্ষিণ ভারতীয় সিরিয়া ইরাকে আই,এসের বিরাট এলাকা জুড়ে 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে ৩২ জন যোগ দিয়েছিল। সুতরাং সিরিয়া যুদ্ধ ফেরতরা স্বদেশে ফিরে এসে স্থানীয় জঙ্গীদের সহায়তায় আই,এসের মিলিটারী গ্রেড বিস্ফোরক বোমা তৈরীর ব্যবস্থাসহ সুদ ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক। স্থানীয় তৌহিদ জামায়াতসহ সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক সার্ব-কন্ট্রাক্টের কাজ করেছে এই অনুমানের শক্ত ভিত্তি রয়েছে। শ্রীলঙ্কার প্রশাসন হামলাকারীদের সাথে আই,এস-এর সংশ্লিষ্টতায় স্থানীয় জঙ্গী সংগঠনের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন। শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী এর আগে বলেছিলেন নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্জের মসজিদে ৫১ জন প্রার্থনারত মুসলিম নারী শিশুর উপর খ্রিস্টান যুবকের হামলার ঘটনাটিকে প্রতিশোধ বলা হয়েছে, যা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী অবশ্য সমর্থন করেননি। যাক, এর সাথে উদ্বেগজনক একটি সংবাদ নানা সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, শ্রীলঙ্কার হামলাকারীদের সাথে ভারত, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের মৌলবাদী চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সংযোগ রয়েছে। আরেক ভাষ্যে জানা যায়, মালদ্বীপে আই,এসের কর্মী সমর্থকের সংখ্যা বেড়েছে। একথা ও জানা যাচ্ছে যে, আই,এসের সিরিয়ার ঘাঁটি উচ্ছেদের পর তাদের আর কোন কেন্দ্রীয় ঘাঁটি নেই। ফলে সংগঠনের জঙ্গীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে দেশে দেশে সারা দুনিয়ায়। শ্রীলঙ্কার হামলা দঃ এশিয়ার জন্য গভীর দুর্ভাবনার বিষয়।

শ্রীলঙ্কার সন্ত্রাসবাদের পেছনের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কার জাতিগত অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসের ইতিহাস, বৌদ্ধ উগ্রবাদীদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামাজিক অসহিষ্ণু আচরণের ক্রমবর্দ্ধিত প্রচারণা, ইন্টারনেটে হিংসার প্রসার সর্বোপরি রাষ্ট্র পরিচালনায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিরোধকে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীলতা, রাষ্ট্রের সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্রম-বিচ্ছিন্নতা উর্ব্বর জমি হয়ে উঠেছে সন্ত্রাস ও মৌলবাদের। তারই এক হিংস্রতম বর্বরতা দেশ-দুনিয়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে শ্রীলঙ্কার এই মেগাসন্ত্রাস থেকে। শ্রীলঙ্কাকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে, বিশেষভাবে ১/১১র পরবর্তী বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের এই সময়কালে বৈশ্বিক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের বলি হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, অর্থনীতি তথা দেশ-দুনিয়া। মনে রাখতে হবে সিরিয়ায় জেহাদই গ্রুপের মধ্যে ছিল ২০ হাজারের বেশি বিদেশী যোদ্ধা। আই,এসের খেলাফত অবসানের পর ভ্রাম্যমান মুজাহিদরা বিশ্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠেছে।

উক্ত পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে বেশি সংখ্যক উগ্রপন্থীদের মগজে মৌলবাদী চিন্তার চাষ শুরু হয়। স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির কারণে হিংসার বীজ উপ্ত হয় তাদের মনোজগতে। পারিবারিক বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ। মূল্যবোধ ইত্যাদির কারণে তাদের মধ্যে জঙ্গীবাদের সৃষ্টি-পুষ্টি ঘটে। সমাজ-বঞ্চিত এই মানুষগুলোর মনে ক্ষোভের সূচনা, পরবর্তী ক্ষোভ মনে পুষে রেখে প্রতিপক্ষকে শত্রু জ্ঞানে শিক্ষা দিতে পথ-পন্থা খোঁজে; এমন হাজার হাজার প্রতিশোধকামিরা খুনী হয়ে উঠতেও প্রত্যক্ষ করে মানুষ। তারা তখন মনে করে রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহই মুক্তির পথ এমনকি পারলৌকিক পুরস্কারপ্রাপ্তির পথও।

এবার বাংলাদেশের কথায় আসি। প্রায় প্রতি মাসে ঘটছে জঙ্গী ঘাঁটি উচ্ছেদের ঘটনা, যুবক যুবতীর জীবন্ত বোমা হয়ে শত্রু বিন্যাস ও আত্মবিন্যাসের ঘটনা-উদঘাটন হয় না। (যা নিয়ে গবেষণা ও স্বরূপ উদঘাটনের লক্ষণ দেখা যায় না, গোপীনয়তার নামে চাপা দেয়া হয় মাত্র), কয়েকদিন আগে গুলিস্তানে গ্রেনেড হামলায় ৩ জন পুলিশকে আহত করার ঘটনা, গ্রেফতারকালে দুইজনের আত্মঘাতি হওয়ার ঘটনা, ৫ জন সম্ভাব্য জঙ্গীর পলায়ন, খুলনায় ২ জঙ্গীর গ্রেফতার–১১ জন জঙ্গীর পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, আইএস–আল কায়দার মদদপুষ্ট বিতাড়িত জঙ্গীরা বাংলাদেশে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সম ও সক্রিয়। এছাড়া নানা নামে স্থানীয় জঙ্গী সংগঠন কর্মরত রয়েছে যাদের মধ্যে সেনাবাহিনীর একদা-কর্মকর্তা, উচ্চ বিত্তের তরুণ তরুণীরাও রয়েছে। অনুমিত আই,এস মদতপুষ্ট বিতাড়িত জঙ্গীরা বাংলাদেশকে আকর্ষণীয় ময়দান মনে করছে নানান কারণে। ৭৫ পরবর্তী পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতকে (জিয়া-এরশাদ আমলে) আইনসঙ্গত এবং মন্ত্রী সভায় স্থান দেয়া, রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার ক্রমবর্ধিত চাষাবাদ, ইত্যাদি মৌলবাদের চর্চা বর্তমানেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই জাতীয় বাতাবরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, প্রশাসনের মধ্যে তারা সক্রিয় রয়েছে, মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী তরুণ-তরুণীদের রাষ্ট্রীয় নিগ্রহ ভোগ করতে হত্যার বলি হতে হয়েছে কয়েকজনকে, দেশান্তরী হতে হয়েছে তথোধিক রাষ্ট্রের বৈরীতা–অসুদারতার কারণে।

উপরোক্ত পরিবেশে মৌলবাদ-জঙ্গীবাদ সহনীয় হয়ে উঠে। ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজকে উগ্রপন্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা দুর্ভাগ্যবশতঃ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, বিশেষ করে কওমী ও হেফাজত মদতপুষ্ট মাদ্রাসার পাঠক্রম (মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমেও রহস্য জনকভাবে জায়গা করে নেয়া)সহ এক শ্রেণির ওয়াজ মাহফিলে যেভাবে ভিন্ন ধর্ম, জাতিসত্ত্বাসহ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসা-ঘৃণা সন্ত্রাস অভিযান চালায় অনেকটা বাধাহীনভাবে যা জঙ্গী সন্ত্রাস উর্বর জমি পায়, পয়মন্ত হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ অরক্ষিত ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠার আরেকটি কারণ বিপুলসংখ্যক মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত বর্দ্ধিত উপস্থিতি। মানবিক কারণে আশ্রয়দানে দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু সমস্যাটির সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহ, জাতিসংঘের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' কৌশল, কিছু জঙ্গীবান্ধব এনজিও-র রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে রহস্যজনক ভূমিকা পালন, জঙ্গীবাদের সাথে একাংশ রোহিঙ্গাদের সংযুক্তি, আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গার বাংলাদেশী পাসপোর্ট-অর্জন জঙ্গীবাদের ঝুঁকি–নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে বাংলাদেশে।

সর্বোপরি জাতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতা, সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ বর্জিত প্রশাসনিক নির্বাচনের যে রেওয়াজ গড়ে উঠছে, ভোটার শূন্য ভোট ব্যবস্থাও নির্বাচন কমিশন যেরূপ জন-অনাস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে, জনগণের সাথে রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনের যে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে এহেন পরিস্থিতি–পরিবেশ উর্বর জমি হয়ে উঠতে পারে জাতীয় জঙ্গী সন্ত্রাস ও আন্তর্জাতিক জঙ্গী সন্ত্রাসের। চলমান ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী পাহাড়ী ও সমতলের জাতিগত সংখ্যালঘু পীড়ন-দলন-উচ্ছেদ-দেবোত্তর সম্পত্তি ধর্মস্থান, শ্মশান দখল ইত্যাদির ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বিচারহীনতা ও দায়মুক্তি 'পোয়া বারো' অবস্থা সৃষ্টি করে যাচ্ছে জঙ্গী অভিযাত্রার।

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ–অসাম্প্রদায়িক শহীদি রক্ত রঞ্জিত মাতৃভূমি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার-ঘৃণা-বিদ্বেষ-হিংসার ধিকি ধিকি আগুনের আঁচ বাড়বে ঘৃতাহুতি দেবে জাতীয়-আন্তর্জাতিক জঙ্গীবাদ এটা বুঝতে যত দেরী হবে–তত বেশি মূল্য দিতে হবে বাংলাদেশ-কে। তত দ্রুত জঙ্গী সন্ত্রাসীদের আগমনবার্তা 'শীঘ্রই আসছি' আমরা পেতে থাকবো। অতএব সাধু সাবধান।

জনগণ, কেবলমাত্র জনগণ বুকের রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র আনে, স্বাধীনতা আনে, সৌহার্দ্য সম্প্রীতি আর গণতন্ত্র, মানবতা, বিশ্ব শান্তি-মৈত্রী রক্ষা করে। সেই রাষ্ট্রনির্মাতা জনগণই ধর্ম-বর্ণ-জাত-লিঙ্গ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হবে নিশ্চয়ই।

বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন (ডান দিক থেকে) অতিরিক্ত সচিব দীপক চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ অর্ধেন্দু বিকাশ রুদ্র দুলাল কান্তি মজুমদার ও শ্যামল কুমার পালিত। পরিষদ বার্তা

## চট্টগ্রাম হিন্দু ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

# এ প্রতিষ্ঠান আমাদের জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছে

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ এপ্রিল শুক্রবার সকালে মোমিন রোডস্থ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মৈত্রীভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব দীপক চক্রবর্তী। উদ্বোধকের বক্তব্যে অধ্যক্ষ অর্ধেন্দু বিকাশ রুদ্র বলেন, এ প্রতিষ্ঠান আমাদের জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশন বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত হয়েছে। উঠো জাগো জীবনের শ্রেয়কে বরণ কর এ বাণী নিজেদের জীবনে ধারণ করে বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনকে গতিশীল রাখার জন্য কার্যকরী সংসদকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, এ্যাড. পূর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী, দিলীপ কুমার মজুমদার, বর্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান লায়ন কে. পি দাশ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক নারায়ণ কান্তি চৌধুরী। চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি মজুমদার বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ রায় চৌধুরী পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে সূচিত সাধারণ সভায় শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সাংগঠনিক সচিব বিশ্বজিৎ পালিত ও বিগত ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন সহ-মহাসচিব অ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ। বাংলাদেশ হিন্দু ফাউন্ডেশনের ৩৭তম বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন মহাসচিব শ্যামল কুমার পালিত। এছাড়া বার্ষিক আয়-ব্যয়'র প্রতিবেদন, শিক্ষা, বিবাহ, স্বাস্থ্য, ত্রাণ-পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন শিক্ষা সচিব অধ্যাপক হারাধন নাগ, অর্থসচিব আশুতোষ সরকার, বিবাহ সচিব অধ্যক্ষ বিজয়লক্ষ্মী দেবী, ত্রাণ-পুনর্বাসন সচিব সুমন কান্তি দে, চিকিৎসা সচিব ডা. গৌতম চৌধুরী ও ধর্ম-সংস্কৃতি সচিব মতিলাল দেওয়ানজী, তাপস কান্তি হোড়, নিরুপম দাশগুপ্ত, প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, এ্যাড. পরিমল চন্দ্র বসাক, শ্রীমতি বাসনা দাশ, অজিত কুমার আইচ, বিকাশ মজুমদার, অনুপ রক্ষিত, হরিপদ চৌধুরী বাবুল। উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর সদস্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, এ্যাড. সাধনময় ভট্টাচার্য, সুবিমল দাশ, সম্পদ বসাক এফসিএ, এ্যাড. তুষার সিংহ হাজারী, অধ্যক্ষ সাধন চন্দ্র পাল, লায়ন তপন দাশ, দেবব্রত দে, এ্যাড. রুবেল পাল, সজল কান্তি চৌধুরী, ডাঃ অনির্বাণ ঘোষ প্রমুখ। প্রয়াত স্বর্ণলতা দাশের নামে ১টি স্মৃতিবৃত্তি প্রদান করেন সুভাষ দাশ। প্রয়াত সুবিমল আচার্য্য ও ছবি আচার্য্য-এর নামে ২টি স্মৃতিবৃত্তি প্রদান করেন রাজীব আচার্য্য, প্রয়াত রণজিৎ কুমার চৌধুরী এর নামে ১টি স্মৃতিবৃত্তি প্রদান করেন শিমলা বিশ্বাস, প্রয়াত অধ্যাপক রণজিৎ কুমার দত্তের নামে ১টি স্মৃতিবৃত্তি প্রদান করেন অধ্যাপিকা রচনা দত্ত, প্রয়াত নিত্যগোপাল সরকারের নামে ১টি স্মৃতি অনুদান প্রদান পৃষ্ঠা ২

# হিন্দু মহিলাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে জমি দখল

॥ জামালপুর প্রতিনিধি ॥

জামালপুর সদর উপজেলার জুকারপাড়া গ্রামে প্রতিভা দেবনাথ নামে এক হিন্দু মহিলাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে জমি দখলের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হলেও সব আসামি জামিনে বের হয়ে এসেছে। এখন মামলা তুলে নিতে সংখ্যালঘু পবিবারটিকে হুমকি দিচ্ছে আসামিরা।

নির্যাতিত প্রতিভা দেবনাথের ছেলে সুমন দেবনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, পৈতৃক সূত্রে তারা ওই গ্রামে ১৬ শতাংশ জমি পেয়েছেন। তাদের জমির পাশে তার কাকা মদন মোহন দেবনাথেরও ১৬ শতাংশ জমি ছিল। কাকার অংশ ২০০৭ সালে স্থানীয় সুলতান মাহমুদের স্ত্রী রেখা বেগম কিনে নেন। জমিটি বেচা-কেনা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এ বিষয়ে আদালতে মামলাও চলছে। সুমন দেবনাথ বলেন, গত ১৮ এপ্রিল সকালে সুলতান মাহমুদ লোকজন নিয়ে তাদের জমি দখল করতে যান। খবর পেয়ে তার মা প্রতিভা দেবনাথ ও ভাগ্নি স্কুল শিক্ষিকা সুবর্ণা দেবনাথ তাদের বাধা দিতে যান। ওই সময় সুলতান মাহমুদ তাদের মারধর করেন। এক পর্যায়ে ভাগ্নির ওড়না কেড়ে নিয়ে তার মাকে একটি সুপারিগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। তিন ঘন্টা পর স্থানীয় লোকজন তার মাকে উদ্ধার করে। এ সময়ের মধ্যে সুলতান মাহমুদ ওই জমিতে পানের বরজ তৈরি করেন।

সুমন আরও জানেন, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় তিনি জামালপুর সদর থানায় অভিযোগ করতে যান। থানা থেকে তাকে নারায়ণপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে অভিযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ওই রাতেই তিনি তদন্ত কেন্দ্রে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরের দিন পুলিশ গিয়ে জমির সব স্থাপনা সরিয়ে দেয়। রাতেই সদর থানায় সুলতান মাহমুদকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের নামে মামলা হয়। পুলিশ ওই রাতেই নজরুল ইসলাম নামে এক আসামিকে গ্রেফতার করে।

সুমন দেবনাথ অভিযোগ করেন, একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও রোববার নজরুল ইসলামসহ মামলার সব আসামিকে আদালতে জমিন দেওয়া হয়। জামিনে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই তারা মামলা তুলে নিতে বাদী ও অন্যদের প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছেন।

# ‘ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনে নজিরবিহীন রেকর্ড হতে চলেছে দেশে’

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজউদ্দৌলার সহযোগীরা ঐ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানি করে ও তাকে মাদ্রাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। মুন্সীগঞ্জের স্কুল ছাত্রী সেতু মণ্ডলকে পাশবিক নির্যাতন, গাজীপুরের সেলিনা গোমেজ ও শারমিন আক্তার, চট্টগ্রামের মামনি দে’কে পাশবিক নির্যাতন ও হত্যা, রাজধানীর মুগদা এলাকার হাসি বেগমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা, লালমনিরহাটের রোজিনা বেগমকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, গলাচিপা উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের অপ্রাপ্ত বয়স্ক রিতু সাহাকে জোর করে ধর্মান্তর করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত বণিকপাড়ার শ্রী শ্রী দক্ষিণাশ্বরী কালী মন্দিরে গত ১৩ এপ্রিল রাত অনুমান ২টা থেকে ৪টার মধ্যে কতিপয় দুস্কৃতিকারী মন্দিরের তালা ভেঙ্গে অর্থ ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যায় ও প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও উল্লেখিত ঘটনার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে গত ২০ এপ্রিল শনিবার বিকেলে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনে নজিরবিহীন রেকর্ড হতে চলছে দেশে। হঠাৎ যেন নরপশুদের পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। একের পর এক ধর্ষণ যৌন সহিংসতার ঘটলেও কোনভাবেই যেন সরকার ও প্রশাসন এর লাগাম টেনে ধরতে পারছে না। তাই নেতৃবৃন্দ মনে করেন দুস্কৃতিকারীদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক যেন আর কোন নরপশু নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন না চালাতে পারে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বিগত নির্বাচনের পূর্বাপর দেশব্যাপী বিরাজিত সহনশীল সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিনষ্টের অভিপ্রায়ে ইতোমধ্যে সারাদেশে নতুন করে ধর্ষণ, নির্যাতন সংখ্যালঘু বাড়ি-ঘর, উপাসনালয়ে হামলা শুরু হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্ত দল বিদ্যমান পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলার যে পাঁয়তারা শুরু করেছে এ ব্যাপারে সরকারের জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন চাই। নেতৃবৃন্দ উল্লিখিত ঘটনাবলীর সাথে জড়িত দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারসহ তাদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিতের দাবি করেন।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি পৃষ্ঠা ২

## বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের ডাকে সারাদেশে মানববন্ধন

# ধর্ষণমুক্ত নিরাপদ দেশ চাই, মা বোনদের নিরাপত্তা চাই

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ফেনী জেলার মাদ্রাসার শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানি আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, মুন্সীগঞ্জের স্কুল ছাত্রী সেতু মণ্ডলকে পাশবিক নির্যাতন, গাজীপুরের মণিকা গোমেজ ও শারমিন আক্তার, চট্টগ্রামের মামনি দে’কে পাশবিক নির্যাতন ও হত্যা, রাজধানীর মুগদা এলাকার হাসি বেগমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা, লালমনিরহাটের রোজিনা বেগমকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, গলাচিপা উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের বাদুরা বাজারে সনাতন ধর্মের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী পূর্ণিমাকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। চুয়াডাঙ্গার আলম ডাঙ্গা উপজেলার অপ্রাপ্ত বয়স্ক রিতু সাহাকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও উল্লেখিত ঘটনার প্রতিবাদে ও হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশ পূজা উযদাপন পরিষদের আহ্বানে ২২ এপ্রিল সোমবার সারাদেশের প্রায় ৪০০ উপজেলাসহ সকল পৃষ্ঠা ৩

## সোহেল রানার পরিবারের জন্য পূজা উদযাপন পরিষদের সহায়তা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক॥

বনানীর এফ আর টাওয়ারে অগ্নিকান্ডের সময় দায়িত্ব পালনকালে নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্যের জীবন যিনি রক্ষা করেছিলেন সেই বীর সোহেল রানার (গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের ইটনাতে) পরিবারকে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ২২ এপ্রিল সোমবার ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করে এবং তাঁর কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এসময় কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত, সহ-সভাপতি জে এল ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জি, যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষ শর্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক শুভাশীষ সাধন, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব দে সহ জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে শাহবাগে মানববন্ধন পরিষদ বার্তা

**উপদেষ্টা :** অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২